কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের প্রস্তুত্তি সভা

আগামী ২৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেত্রীবৃন্দদের চুয়াডাঙ্গা সফর উপলক্ষে প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভা করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগ। সফরকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কর্মসূচি রেখেছে কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচির মধ্যে এতিমদের মাঝে মৌসুমী ফল বিতরণ, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ ও আলোচনা সভা।

কর্মসূচিকে সুন্দর করার লক্ষে উপজেলা কৃষকলীগ একটি প্রস্তুত্তিমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় জেলা কৃষকলীগে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দীপক বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের মহিলা সম্পাদিকা কাউন্সিলর সামসাদ রান (রাঙ্গাভাবী)।

উপজেলা কৃষকলীগের দপÍর সম্পাদক সাহাবুল হকের পরিচালনায় আরো বক্তব্য দেন, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, মুক্তিযোদ্ধা সৌমিন্দ্রনাথ সাহা, ফজলুর রহমান, মঞ্জিল হোসেন, রানা মাস্টার, বদর উদ্দিন, ছারোয়ার হোসেন, শাকের আলী, আমিরুল ইসলাম, অভিমান্য কুন্ডু,আব্দুল সালাম, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুরের পুকুরকে কেন্দ্র করে গণস্বাক্ষরকৃত

পত্র থানায় জমা দিয়েছেন এলাকাবাসী

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের একটি পুকুরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে ওই পুকুরের আসেপাশের বসবাসরত লোকজন থানা লিখিত অভিযোগ দিয়েছে।

সর্বস্বাক্ষরিত একটি অভিযোগে উল্লেখ্য করেছে যে, ওসমানপুর হঠাৎপাড়ায় পূজার নামে একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন ধরে মাছচাষ করে আসছে।

সেই পুকুরের উপর দৃষ্টি পড়ে ওসমানপুর গ্রামের রস্তুম পাকার ছেলে কুদ্দুস, লালু ফকিরের ছেলে লাবলু, মৃত মপে ফারাজীর ছেলে জাকারিয়া ও মৃত হাশেম মোওলার ছেলে ফরিদের। তারা জর করে পুকুরটি দখল করে মাছ ধরে নেয়।

বাধা দিতে গেলে মারধরসহ পুকুর পাড়ে গেলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেয়। এমন ঘটনায় ওসমানপুর হঠাৎ পাড়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ওই বিষয়ে মহল্লাবাসী আতংকে দিন কাটাচ্ছে উল্লেখ্য করে এলাকাবাসীর স্বাক্ষরিত একটি পত্র থানায় জমা দিয়ে এর একটি সুরাহা কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যু

করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির কনস্টেবল আব্দুল হান্নান(৪৫)।

তিনি বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দিকাশি ও শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ছিলেন। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে গতকাল রবিবার সকাল ১০ টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সে সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত কনস্টেবল আব্দুল হান্নান কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার ইউসুফপুর গ্রামের রিকাত আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সিভিল সার্জন এএসএম মারুফ হাসান জানান, যেহেতু তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন, সে কারণে তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে লাশ দাফনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আইনশৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার ২৩ আগস্ট সকাল ১১ টার সময় পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম এর সভাপতিত্বে সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার উপ পরিদর্শক জনাব শফিকুর রহমান, সহ উপ পরিদর্শক মারুফ হোসেন।

এ সময় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, আইন- শৃংখলা রক্ষা, মাদক কারবারীদের ধরিয়ে দিতে আইন শৃংখলা বাহিনীকে সহায়তা করতে বলা হয়। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য তুলে ধরেন উপস্থিত থাকা বক্তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মুন্তাজ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউল হক, মুক্তিযোদ্ধা কামান্ডার

জনাব তমছের আলী, জনাব হাতেম আলী, মহিউদ্দিন ও ইউ, পি সদস্য বৃন্দ এবং ইউপি সচিব হারুন- অর- রশীদ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা পেতে চায়-সোনাহার

রাজনীতিতে অনেক মতভেদ থাকে, অনেক গ্রুপ থাকে, অনেক সন্ত্রাস থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝে অনেক হানহানিও থাকে, আবার স্বার্থের জালে পড়ে অনেক খুনোখুনিও থাকে। কিন্ত এসব কোন কিছুই জনগণের কল্যাণের জন্য না। রাজনৈতিক চরম নেতিবাচক এসব দিকগুলোকে পাশ কাটিয়ে জনগণের জন্য কল্যাণমুখী রাজনীতি করতে চায় আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগ।

জেলা যুবলীগ থেকে সদ্য অনুমোদন পাওয়া সংগঠনটি এরই মধ্যে আলমডাঙ্গার রাজনৈতিক সচেতন মানুষের মাঝে সেই পরিচ্ছন্ন ছাপ ফেলতে সক্ষমও হয়েছে। উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক হয়ে এই সংগঠনের পিঠে সওয়ার হয়েছেন আলমডাঙ্গার অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার। যুগ্ম-আহবায়ক হয়েছেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ লাল ও একে এম পারভেজ রাজু।

এছাড়া ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলার আহবায়ক কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে পোড় খাওয়া সব আওয়ামী লীগ পরিবার থেকে উঠে আসা একেকটি উদীয়মান যুবককে। এরা সবাই জোটবদ্ধ সন্ত্রাসকে ‘না’ বলে- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করছেন।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটি গঠনের পর থেকেই অত্যন্ত ক্লিন ইমেজের সোনাহার মন্ডল তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে জাতীয় সব দিবসসহ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেও অনেক মানব কল্যাণমুখী কর্মসূচি পালন করছেন।

বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রারম্ভ থেকে তাদের কর্মকাণ্ড। করোনার প্রথম দিকে চাষীরা যখন কামলার অভাবে মাঠের ধান কাটতে পারছিলেন না ঠিক তখনই আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের কর্মীরা কৃষকের মাঠের ধান কেটে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেন। লকডাউনে সবচেয়ে মানবতার পরিচয় দেয় এই সংগঠনটি।

আলমডাঙ্গা পৌরসভাসহ উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নের কর্মহীন হয়ে পড়া অন্তত ১০ হাজার পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা। একইভাবে করোনাভাইরাস থেকে বাঁচাতে হাজার হাজার মানুষের মাঝে বিতরণ করেন মাস্ক। এই কার্যক্রম চলছে এখনও।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, সোনাহারকে আহবায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কমিটিকে কেন্দ্রেও পাঠানো হয়েছে। করোনার কারণে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত থাকায় উপজেলা যুবলীগের সম্মেলন করা হচ্ছে না।

তিনি বলেন, জেলা যে যুবলীগের কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছে সেটাই যুবলীগের আহবায়ক কমিটি। এখন কেউ যদি যুবলীগের নাম ভাঙিয়ে ফায়দা নিতে চাই তা অবৈধ। তিনি এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন মন্ডল সোনাহার বলেন, আমরা রাজনীতিতে সন্ত্রাস চাই না। সন্ত্রাসের বদনাম ঘোচাতে চাই। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই। উপজেলা যুবলীগ মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে চায়।

দর্শনায় তরিতরকারির দাম আকাশ ছোঁয়া

করোনা ভাইরাসের মহামারিতে এর প্রভাব পড়েছে সব কিছুতে। বাদ যায়নি তরি তরকারিও। চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় কাঁচা তরকারির দাম আকাশ ছোঁয়া। এতে করে বিপাকে পড়েছেন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষেরা। এই করোনা মহামারিকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু কাঁচামাল

ব্যবসায়ী কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি করে নিজের পকেট ভারী করছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে মানুষের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকা আলু বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি,৩০-৩৫ টাকা,পিয়াজ ৪০- ৫০ টাকা, বেগুন ৫০-৬০ টাকা, পটল ৩০-৪০টাকা, কলা ৩৫-৪০ টাকা;কচু ৫০-৬০ টাকা , শাক ৮-১০ টাকা , শশা ২৫- ৩৫ টাকা , পেপে ২০-৩০ টাকা, লাউ প্রতিপিছ ৩০-৩৫ টাকা, রসুন ১০০-১২০ টাকা, কাচকলা ৩৫-৪০ টাকা, আমড়া ২৫-৩০ টাকা, কচু ২৫-৩০ টাকা, টমেটো ১০০-১২০ টাকা, আদা ১৮০-২০০ টাকা, আর কাঁচা মরিচে ঝাল লেগে গেছে ১৮০-২০০ টাকা বিক্রি হচ্ছে খুচরা বাজারে।

এ বিষয়ে দর্শনার খুচরা কাঁচামাল ব্যবসায়ীর কাছে এই মূল্যবৃদ্ধির সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমরা পাইকারি কাঁচামালের আড়ত থেকে যে দামে মাল ক্রয় তার থেকে কিছুটা লাভ করে আমার বিক্রি করে থাকি, এখানে আমাদের কোনো হাত থাকে না।

মূল্য বৃদ্ধির কারণ জানতে চাইলে দর্শনার পাইকারি কাঁচামাল আড়তদাররা এ বিষয়ে বিভিন্ন অজুহাত দিতে থাকে বলেন আবহাওয়া খারাপ বৃষ্টির কারণে গাছের অনেক ক্ষতি হয়েছে, গাছ মারা গেছে , ফলনও কম হওযায় দাম বেশি হয়ে গেছে এবং চাষীর কাছ থেকে বেশি দামে ক্রয় করতে হচ্ছে বলেই দাম বেশি।

তবে বাজার ঘুরে দেখা গেছে মুদি পণ্য তেল, ডাল, মসলার দাম কিছু টা কম, কিন্তু কাঁচামালের দাম বেশি হওয়ার করাণে বিপাকে পড়েছে নিম্নআয়ের মানুষেরা। আবার আর একদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে অনেকে কাজ হারা হয়েছে তার মধ্যে প্রতিদিনের প্রয়োজন কাঁচাতরকারির এত দাম হওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

কুড়ুলগাছিতে শিক্ষার্থীদের রাতে আড্ডা বন্ধে ঝটিকা অভিযান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীর কুড়ুলগাছি বাজারে বিভিন্ন দোকানঘরে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করা

শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে এবার মাঠে নেমেছে দর্শনা থানা পুলিশ। সরকার মাদকদ্রব্য ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডতে উঠতি বয়সের যুবক ও শিক্ষার্থীরা যাতে জড়িয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে গ্রহণ করেছেন কার্যক্রম।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের নির্দেশে দর্শনা থানা ব্যাপী শুরু হয়েছে পুলিশের ঝটিকা অভিযান। সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিল ছেড়ে হাট-বাজার, কেরামবোর্ড খেলা, চায়ের দোকানের আড্ডা, নির্জন এলাকায় ঘোরাঘুরি বন্ধকরণে গতকাল সন্ধ্যা ৭ টার দিকে কুড়ুলগাছি বাজার ৪ টা দোকানে নির্জন যায়গায় চেয়ারে বসে অহেতুক আড্ডাবাজি অবস্থায় অভিযান চালিয়ে দোকানে থাকা চেয়ার গুলো জব্দ করেছেন দর্শনা থানা পুলিশ।

এ সময় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে, আই শৃংখলা রক্ষা, মাদক কারবারীদের ধরিয়ে দিতে আইন শৃংখলা বাহিনীকে সহায়তা করা সহ বিভিন্ন বিষয় দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন সন্ধ্যার পর পড়ার টেবিলে না বসে কেরামবোর্ড খেলাসহ মোবাইলফোন হাতে রাস্তায় অযাচিত ঘোরাঘুরি, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরা।

বর্তমান সময়ের উঠতি বয়সী ছাত্রদের এমন আচরণে অভিভাবকদের যখন কপালে চিন্তার ভাজ, ঠিক তখনই সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার। আরও বলেন, যুব সমাজ যাতে ধ্বংসের পথে পা বাড়াতে না পারে সে বিষয়টি মাথায় রেখেই দর্শনা থানা পুলিশের এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার ইনেসপেক্টর (তদন্ত) জনাব ,শেখ মাহবুবুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপস্থিত ছিলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ এনামুল করিম(ইনু) এবং স্থানীয় এলাকার নেতৃবৃন্দ।

সচেতন মহল সহ অভিভাবকরা এমন অভিযানকে সাধুবাদ জানিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ও দর্শনা থানার ওসি মাহবুবর রহমান কাজলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কুমার নদে মাছের পোনা ছাড়লো আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪’ কুমার নদে ৬০ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করেছে। সংগঠনের সদস্যরা শুক্রবার সকালে শহরের পাশ ঘেষে বয়ে চলা কুমার নদে নানাজাতের দেশী মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪ স্কুল সহপাঠিদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা ১৯৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিল।
মাছের পোনা অবমুক্ত করার সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪’র সভাপতি হাসিবুল হক টুটুল বলেন, আমাদের সংগঠনটি মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে আলমডাঙ্গার মানুষের কল্যাণ আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এ উদ্যেশ্যে আমরা নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করলাম যাতে নদীতে মাছের পরিমাণ বাড়ে। একেকটি মাছ বড় হলে একটি মাছেই একটি পরিবারের পুষ্টি বা প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে। মানুষ উপকৃত হবে।

আলমডাঙ্গায় স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়া স্বামী আসাদুলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে তাকে মেহেরপুরের গাংনীর আমতলি থেকে প্রেফতার করা হয়।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই কামরুল ইসলাম জানান, রূপালী খাতুন হত্যা মামলার আসামি তার স্বামী আসাদুলকে আদালতে রিমান্ডের আবেদন করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যাবে রূপালী হত্যার প্রকৃত রহস্য। তিনি জানান, রূপালী হত্যার পর থেকে তার স্বামী আসাদুল মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতলী এলাকায় আত্মগোপনে ছিল। গোপন

সংবাদ পেয়ে তাকে সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
জানা গেছে, গত ১৩ আগস্ট ভোরে শোবার ঘরের মেঝেতে মা রূপালী খাতুনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তার সন্তানেরা। এরপর থেকে আসাদুল ইসলাম পলাতক ছিলেন। নিহত রূপালী খাতুনের পিতা রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এতে আসাদুলকে এক নং আসামি করে অজ্ঞাত পরিচয়ের আরো কয়েকজনকে আসামি করা হয়।
জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর আগে পার্শ্ববর্তী মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে রূপালী খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের রুপাঞ্জেলের ছেলে আসাদুলের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে রূপালীর মেজ ছেলে নয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মায়ের নিথর দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, স্বামী আসাদুল রাতের কোন এক সময় স্ত্রী রূপালী খাতুনকে গলা টিপে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। রূপালীর মৃত্যুর ঘটনায় সকাল থেকেই বাড়িতে লোকজনের ভীড় শুরু হলেও আসাদুলের কোন দেখা পাওয়া যায়নি।
সেই থেকেই আসাদুল বাড়িতে আর ফিরে আসেনি। সে পলাতক জীবন-যাপন করে আসছিল। পুলিশ আসাদুলকে আটক করতে না পারায় রূপালী খাতুন হত্যা রহস্যের জট খুলছিল না। আসাদুলকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে এই হত্যা রহস্যের জট খুলবে বলে আশা করছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় গাছের সাথে বেঁধে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিকে পৈশাচিক নির্যাতন, দুই আটক

পৌনে চার বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকে দিনের বেলায় গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ১২ আগস্ট বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশীদের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়। এরপর প্রতিবন্ধীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনেই গাছের সাথে বেঁধে তাকে আবারও পেটানো হয়। সবশেষে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় আব্বাস উদ্দিনকে। ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের

ছত্রপাড়া গ্রামে।

হঠাৎ করেই সপ্তাহবাদে গতকাল প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে পৈশাচিক সেই নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায়। নজরে আসে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনেরও। তড়িঘড়ি করে মারপিঠ করা দুইজনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবারে তাদের বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল উদ্দিনের পৌনে চার বছরের মেয়ের পরনের প্যান্টে রক্তের দাঁগ দেখা যায় গত ১২ আগস্ট বিকেলের দিকে। মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ করতে থাকে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা সন্দেহ করে প্রতিবেশী বুদ্ধি প্রতিবন্ধি আব্বাস আলীকে।

এরপরই আব্বাস আলীকে বাড়ি থেকে টেনেহিচড়ে বের করে আনা হয়। মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়। পিটানোতে অংশ নেয় হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল, মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দিন ও মৃত মস্তক আলীর ছেলে মোমিন।

বেদম মারপিঠ ও আব্বাস আলীর মাগো মাগো চিৎকারে পাড়ার নারী-পুরুষ ও শিশুরা ঘটনাস্থলে এসে ভীড় করতে থাকে। সাপ খেলা দেখার মত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীকে মারপিঠ দেখতে থাকে। এই পৈশাচিক দৃশ্যপটে প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও ছিল। কিন্ত তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। ক্ষমতার কাছে তারা ছিল পুরো অসহায়। প্রিয়জনের অমানুষিক নির্যতনের দৃশ্য দেখে ডুকরে কাঁদা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না।

ভিডিওতে দেখা যায়, উঠোনের মত দেখতে একটি জায়গার চারদিকে নারী- পুরুষ ও শিশুরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের জায়গাটিতে জামাল, নাসির ও মোমিন বেধড়ক পেটাচ্ছে আব্বাস আলীকে। কখনও লাঠি দিয়ে আবার কখনও লাথি মেরে মারা হচ্ছে আব্বাস আলীকে। আব্বাস আলী অসহায়ের মত মাগো মাগো বলে চিৎকার করছে। কেউ এই মার থেকে আব্বাস আলীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মারপিঠ করার পর আব্বাস আলীর দুটো হাত পেছনের দিকে নিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। এরপর একটি গাছের সাথে বাঁধা হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধেও কিল-ঘুষি মারা হচ্ছে।

এ সময় নাসির ও মোমিন আব্বাস আলীকে মারতে থাকে। পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জামাল মোবাইলে কারো সাথে কথা বলতে থাকে। এরপরই পুলিশ

গিয়ে আব্বাস আলীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। তার নামে মামলাও হয়। সেই মামলায় প্রতিবন্ধী আব্বাস আলী এখনও জেলে রয়েছে।

তবে কয়েকজন প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধর্ষণের ঘটনাটা ঠিক নয়। মিথ্যাভাবে এটা সাজানো হয়েছে। কেন সাজানো হয়েছে জানতে চাইলে তারা বলেন, আব্বাস বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তবে তার স্ত্রীর বুদ্ধি অনেক ভাল। আব্বাস বেশীরভাগ সময় স্ত্রীর সাথে সাথেই লেগে থাকে। প্রতিবেশী অনেকের কুমতলব থাকতে পারে। সেটা হাসিল করতে না পেরে আব্বাস আলীকে হয়ত মারপিঠের অজুহাত খোঁজা হচ্ছিল।

এদিকে, নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অভিযুক্ত জামাল ও নাসিরকে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা থানার এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ধর্ষণের অভিযোগে আব্বাস আলী জেলে রয়েছেন। আবার গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় আরও আলাদা একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় জামাল ও নাসিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন দুটি মামলাই চলবে।